১১ মার্চ, ২০১৪

মামলায় জড়িত এমপি, এমএলএ-দের দ্রুত বিচার

অরুণ জেটলি, বিরোধী দলনেতা

দুর্নীতি ও গুরুতর অপরাধের দায়ে দু বছর বা তার বেশি শাস্তিযোগ্য মামলায় অভিযুক্ত সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ার পর এক বছরের মধ্যে প্রতিদিন শুনানির ভিত্তিতে দ্রুত ফয়সলার জন্য অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাবলিক ইন্টারেস্ট ফাউন্ডেশন নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আবেদনে সাড়া দিয়ে গত কাল এই রায় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। কোর্ট আরও বলেছে, এক বছরের মধ্যে শুনানি শেষ না হলে সংশ্লিষ্ট বিচারককে তার কারণ দর্শিয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জানাতে হবে।

ভারতীয় রাজনীতিতে অপরাধপ্রবণতা উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। ব্যাধি হল, অপরাধের ট্র্যাক রেকর্ড বা চার্জশিটে ঝুলে থাকা ব্যক্তিকেও ভোটের টিকিট দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। এ ধরনের ঘটনায় রাজনীতির গুণমান ও আইনসভাগামী প্রতিনিধি সম্পর্কে মানুষ আশঙ্কিত হবে। নির্বাচন কমিশন ও ল কমিশন এর থেকে পরিত্রাণের খুব সহজ পথ বাতলে দিয়েছে। বিশেষ ধরনের কিছু মামলায় জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্চশিট পেশ হলে তিনি ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। সংবিধান ও জনপ্রতিনিধি আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না বলা হলেও চার্জশিট দেওয়া রাজনীতিকের ক্ষেত্রে বাধা নেই। এতে আইনি প্রয়োজনীয়তা ও জনমতের মধ্যে ফারাক তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে দফায় দফায় বৈঠক বসে আলোচনা করলেও সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পায়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর যুক্তি হল আইন অনুযায়ী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। সে কারণে কারোর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলেও তাকে দোষী বলা চলে না। তাদের আরও যুক্তি, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়, তাই বিরুদ্ধ দলের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে মিথ্যা মামলা সাজানো কঠিন বিষয় নয়। প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ দেখে আদালত চার্জগঠন করতে নির্দেশ দেয়। চার্জ গঠিত হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অযোগ্য হিসেবে গণ্য হওয়ায় পদ্ধতির অপব্যবহার করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

এনডিএ আমলে আমরা মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলাম। একটা বিলে কয়েকটা কিছু কুকাজকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রস্তাব আনা হয়। কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুটি জঘন্য অপরাধের চার্জশিট জমা পড়লে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। এনডিএ সমর্থন করলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

তা হলে সমাধানের পথ কি? পদ্ধতিটা কি নীরব দর্শক হয়ে থাকবে? সুপ্রিম কোর্ট সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। সাব্যস্ত না হওয়া অবধি কাউকে দোষী বলা যাবে না, এই নীতি মেনেই সমাধানের রাস্তা খোঁজা হয়েছে। এর ফলে উদ্দেশ্যপূর্ণ চার্জশিট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা দেবে। নিছক অভিযুক্ত হিসেবে চার্জ দিয়ে ব্যক্তিকে রোখা যাবে না। একই ভাবে কোনও রাজনীতিক, সাংসদ ও বিধায়ক মামলার শুনানি পিছিয়ে দিতে পারবেন না। যে হেতু সরকারি পদে আসীন সে কারণে তিনি সন্দেহের উর্ধ্বে বিষয়টি পছন্দ করবেন। তাঁর বিচারের শুনানি দ্রুততার সঙ্গে প্রতিদিনের ভিত্তিতে হবে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ ভাবে বিচার শেষ হবে এক বছরের মধ্যে।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ধারণা বজায় থাকছে। পাশাপাশি এই নির্দেশ নির্বাচিত জনপ্রনিধিদের কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে রাখবে। আমি এই নির্দেশকে স্বাগত জানাই। সঠিক দিশায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।